ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... DEC 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

নতুন শতাব্দীর ভাবনা

2000

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই কম্পিউটার চালু করতে হবে

মোস্তফা জব্বার

আমরা একটি নতুন যুগে নতুন শতাব্দীতে পা দিতে যাচ্ছি। আর অনিবার্যভাবেই এ শতাব্দী হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির। বলতে গেলে আমরা ইতিমধ্যে সে যুগে পা দিয়ে দিয়েছি। এখন দেখতে হবে যে, নতুন শতাব্দীর রূপ কেমন হয় ও এর প্রভাব আমাদের ওপর কতোটুকু পড়ে এবং আমরা এতোদিন যে যুগে বাস করতাম তার সঙ্গে এ যুগের পার্থক্য ঠিক কতোটুকু।

প্রথমেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নেওয়া দরকার যে, ঠিক কি কি পরিবর্তন আমরা আশা করছি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটা যুগের পরিবর্তন মানে একটা আমূল পরিবর্তন। মানব সভ্যতার জন্য যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তার সবগুলোতেই একটা পরিবর্তন আসবে— সেটা কমও হতে পারে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশিও হতে পারে। অনেকের পক্ষে এখন আন্দাজ করাও হয়তো কঠিন হবে যে, ঠিক কি ধরনের পরিবর্তনের মুখোমুখি আমরা হতে যাচ্ছি।

একুশ শতকের বাংলাদেশ— হ্যাঁ, একুশ শতকের বাংলাদেশকে নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী একজন মানুষ। আমি তো মনে করি, মাত্র দু'তিনটি শর্ত পূরণ করলেই বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। প্রথম শর্তটি হচ্ছে, এর শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন এবং তা অবশ্যই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। অন্যটি হচ্ছে, এর যে বিশাল জনসম্পদ সেই সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে, দক্ষরূপে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আর আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। আরো কিছু শর্ত আছে কিন্তু সে জন্যে বাংলাদেশের অবকাঠামোকে একটি উন্নত দেশের অবকাঠামোর মতো বা নিদেনপক্ষে কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। এখন একটি ভালো দিক হচ্ছে, বাংলাদেশ তার শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছে। বাজেটের একটা বিশাল অংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আমি মনে করি, এই একটি মাত্র জায়গায় তথ্যপ্রযুক্তি বিশাল অবদান রাখতে পারে। তা হলো শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর। এই যে আমেরিকা, এদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, এরা শিশু শিক্ষা থেকে একেবারে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করছে। শিক্ষা এখন একসঙ্গে অনেক কিছুতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমেই আনন্দ-বিনোদন এবং সর্বোপরি জ্ঞান আহরণ চলছে। এই কারণেই ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এখন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটারাইজড হতে হবে, এর লাইব্রেরিগুলোকে কম্পিউটারাইজড করতে হবে এবং নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তন তা হলো শিক্ষকদের পরিবর্তন। একটা শিক্ষাব্যবস্থায় এ শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের দেশে শিক্ষকরা তথ্যপ্রযুক্তির যে জ্ঞান নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তারা মোটেও একুশ শতকের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন না; ছাত্রছাত্রীদের নতুন শতাব্দীর মতো করে গড়ে তুলতে পারবেন না। এর জন্য কতোগুলো পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে। যেমন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। পারলে প্রাথমিক লেভেলেই এর প্রচলন করতে হবে এবং তা যেন কোনো অবস্থাতেই পঞ্চম শ্রেণীর নিচে না হয়। আর একটি বিষয় হচ্ছে, চক, ডাস্টার, খাতা, কাগজ, কলম ইত্যাদির বদলে তথ্যপ্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহার করা উচিত। এখন বইগুলোকে অবশ্যই সিডি দিয়ে রিপ্লেস করা উচিত। কারণ এতে ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনে লেখাপড়ার যে মজা, তা উপলব্ধি করতে পারবে। এগুলোই হচ্ছে বাংলাদেশকে একুশ শতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার উপায়।

তবে, পাশাপাশি আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলতে হবে। এগুলো কিন্তু নতুন কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নয়, সবই পুরোনো। তবে সবই নতুনভাবে সাজাতে হবে। ফোন-টেলিকম ভালো করতে হবে, হাইস্পিড ডাটা কমিউনিকেশন থাকতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে বিদ্যুৎব্যবস্থা ভালো হতে হবে। এ রকম কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা দরকার। তো, ইতিমধ্যেই আমাদের উচিত ছিল ইনফরমেশন টেকনোলজির ওপর একটা মন্ত্রণালয় স্থাপন করা। আরো উচিত ছিল এ সংক্রান্ত যে সকল রিপোর্ট জেআরসি কমিটি এবং অন্যরা জমা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন করা। তাই আমরা যদি উন্নতি চাই তবে যে গতিতে কাজ চলছে সে গতিতে চলতে থাকলে উন্নতি হয়তো বাধাগ্রস্তই হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায়, বাণিজ্যে তথ্যপ্রযুক্তির কোনো প্রয়োগ নেই। যখনই এ প্রয়োগটির বাস্তবায়ন শুরু হবে তখন থেকেই আমরা দ্রুত যে গ্যাপটি আছে তা পূরণ করতে সমর্থ হবো।

আরো কিছু পরিবর্তন আমাদের করতে হবে। তা হলো রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থায় পরিবর্তন। আগে যেভাবে আমরা দোষ ও দোষীকে সাব্যস্ত করতাম বা শাস্তির বিধান ছিল তার পরিবর্তন করতে হবে। কারণ শিল্পযুগ থেকে আমরা যেতে চাইছি তথ্যযুগে। তাই তথ্যযুগে থাকবে তথ্য ও প্রযুক্তি যুগের বিচারব্যবস্থা— এটাই স্বাভাবিক। এতে যে খুব পরিবর্তন করতে হবে তা নয়। শুধু এই প্রসেসটা চালু করলেই হবে। কারণ তথ্যযুগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, সে নিজেই তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানে যদি কোনোভাবে একটি কম্পিউটার ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে সে নিজেই ঐ প্রতিষ্ঠানটির অবস্থার পরিবর্তন করে নেবে। সেই একটি কম্পিউটার থেকে দশটি কম্পিউটার হবে। দশটি থেকে হয়তো আরো বিশটি হবে। তারপর একসময় তাদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং হবে। এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? একটা কম্পিউটার ঢোকার পর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিই আস্তে আস্তে কম্পিউটারাইজড হয়ে যাচ্ছে।

এই যে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন এটা এমনভাবে আসবে যে, একে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সরকারিভাবেই কম্পিউটার ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্কুল-কলেজগুলোতে কম্পিউটার সরবরাহ করবে। কিন্তু গত এক-দুই বছরে এর কোনো বাস্তবায়ন দেখা গেলো না।

অর্থাৎ এর প্রবেশটাই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একবার যদি কোনো স্কুলে কম্পিউটার ঢুকতে দেওয়া হয় বা কম্পিউটার শিক্ষার প্রচলন করা হয়, তবে ঐ স্রোত আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগ এতো বেশি পরিবর্তনশীল যে, যারা কিছুদিন আগেও অনেক ক্ষমতাবান ছিল তারা একসময় আবিষ্কার করে যে, তাদের আর কোনো ক্ষমতা নেই। আইটি প্রফেশনালদের কথাই যদি ধরি, তবে দেখবো যে তারাও খুব চিন্তিত। কারণ কখন কোন প্রোগ্রাম শুরু হয় আর কোনটা বাতিল হয়ে যায়, তা আগে থেকে বোঝা যায় না। আজকে যে মনে করবে আমি এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানি তাই আমি খুব উঁচু স্তরের, সে একটি বিশাল ভুল করবে। কারণ হয়তো কিছুদিন পরই সে আবিষ্কার করবে, তার জানা ল্যাঙ্গুয়েজটিকে কেউ আর পাত্তাই দিচ্ছে না। তাই সবসময় যুগের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলতে হবে, যুগোপযোগী থাকতে হবে। আমি তো মনে করি, পৃথিবীতে বিদ্যমান পেশাগুলোর পঁচানব্বই ভাগই একুশ শতকে আর টিকবে না। সত্যি বলতে কি, আর পাঁচ-ছয় বছর পর যেসব ব্যক্তি কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানবে না, তাদের করার মতো কোনো কাজ থাকবে না। কারণ আমরা যে যুগে কাজ করতাম সে যুগ ধরে নিতে হবে মরে গেছে এবং আমরা একটি নতুন যুগে এসে পড়েছি। এ নতুন যুগের কাজ অন্যরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার ওপর সারা বিশ্ব যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ঢুকে পড়েছে সেখানে বাংলাদেশ একা শিল্পযুগে বসে থাকতে পারে না। তাই একেও যেতে হবে এবং তা বাধ্য হয়েই।

এই যুগের সঙ্গে যারা নিজেদের পরিবর্তন করবেন, তারা দাপটের সঙ্গে নতুন যুগের নেতৃত্ব দেবেন। তাই এখন নতুন নতুন মানুষ দেখা যাবে, নতুন নতুন মুখ দেখা যাবে, নতুন নতুন শ্রেণী দেখা যাবে এবং সর্বোপরি দেখা যাবে নতুন একটি জেনারেশন। এই মানুষগুলোকে এখন হয়তো শনাক্ত করা যাবে না। কিন্তু একদিন এরাই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দেশকে নিয়ে যাবে সেই সব দেশের পাশে, যারা বিশ্বের দরবারে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মোস্তফা জব্বার : বিশিষ্ট কম্পিউটার ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায় কম্পিউটারকে জনপ্রিয় করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

গ্রন্থনা : যোবায়েদ আহ্‌সান